দৈনিক সংবাদ

41

তারিখ ... JAN..3.1. 2000... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2 ...

ক্যাডার নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব

দেশে সরকারি কর্মকর্তাদের উচ্চপর্যায়ে রয়েছে কিছুসংখ্যক ক্যাডার সার্ভিস। যার সদস্যগণ বিসিএস-এর বিভিন্ন ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে এরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারূপে নিয়োগলাভ করেন। এই শ্রেণীর কর্মকর্তা ছাড়াও প্রথম শ্রেণীর আরো কর্মকর্তা রয়েছেন যারা পদোন্নতি আত্তীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারূপে গৃহীত হন। প্রথম শ্রেণীর হলেও এরা 'নন-ক্যাডার অফিসার। এসব 'ক্যাডার' 'নন-ক্যাডার' অফিসারদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের কথা পত্রপত্রিকায় এসে থাকে। বেশি করে দেখা যায় কলেজ-শিক্ষকদের পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এক সময় দেশে গুটিকয়েক সরকারি কলেজ ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৬২-৬৩ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজকে এবং ক্রমান্বয়ে বড় বড় বেসরকারি কলেজকে প্রাদেশিকীকরণ (প্রভিনশিয়ালাইজেশন) করা হয় পাকিস্তান আমলে। এখন এরূপভাবে সরকারিকৃত কলেজের সংখ্যা ছিল কম। এসব কলেজের শিক্ষকগণ সরকারি কর্মকর্তায় পরিণত হন। তখন সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত এবং আত্তীকৃত শিক্ষকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকলেও সমস্যাটা প্রকট ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক কলেজ জাতীয়করণের (সেশনালাইজেশন) আওতায় সরকারি কলেজে পরিণত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও দেখা দেয় সরকারি কলেজ। অল্প-সংখ্যক আদি সরকারি কলেজের তুলনার প্রাদেশিককৃত ও জাতীয়কৃত কলেজের সংখ্যা এবং তারই সঙ্গে এদের শিক্ষকদের সংখ্যায় বিরাট রকমের তারতম্য দেখা দেয়। আর তখনই দেখা দেয় দু শ্রেণীর শিক্ষকের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব। এটা প্রকট হয়ে পড়ে ১৯৮২র দিকে বিসিএস (শিক্ষা- সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার সৃষ্টির পর। যারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে প্রভাষক নিযুক্ত হন, তারা হলেন ক্যাডার অফিসার, অন্যরা পদমর্যাদা, বেতন- ভাতা ইত্যাদিতে সমান হয়েও 'নন-ক্যাডার অফিসার'। দ্বন্দ্বটা শুরু হয় প্রধানত পদোন্নতি নিয়ে। ক্যাডার অফিসারগণ মনে করেন তারা 'অভিজাত'-কারণ পিএসসির সুপারিশক্রমে নিযুক্ত। তাই বেসরকারি কলেজ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গৃহীত অফিসারগণ পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাদের কাতারে দাঁড়াতে পারেন না। অন্যদিকে নন্-ক্যাডার অফিসারদের দাবি- তারা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাদের অনেক ছাত্র ক্যাডার-এর বদৌলতে পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন, আর তারা নন্-ক্যাডার-এর বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুক্তি আছে আর স্বাভাবিকভাবেই যুক্তির প্রতিযুক্তিও আছে। এসব নিয়ে মন কষাকষি, কর্মবিরতি, মামলা-মোকাদ্দমা ইত্যাদির কথাও শোনা যায়। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

তবু একটা প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রভাষক পর্যায় থেকেই সমস্যার শুরু; তাই ক্যাডার ও নন-ক্যাডার প্রভাষকদের দুটো পৃথক তালিকা করা যেতে পারে চাকরিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে। ধরা যাক (কেননা সঠিক সংখ্যা এ পত্রলেখকের জানা নেই) মোট পাঁচ হাজার প্রভাষকের মধ্যে দু হাজার (অর্থাৎ ৪০%) ক্যাডারভুক্ত আর তিন হাজার (অর্থাৎ ৬০%) নন-ক্যাডার। এদের মধ্য থেকে একশ জনকে পদোন্নতি দিতে হলে (সহকারী অধ্যাপক পদে) ক্যাডারভুক্তদের মধ্যে থেকে ৪০ জন এবং ক্যাডার বহির্ভূতদের মধ্য থেকে ৬০ জনকে পদোন্নতি দেয়া যেতে পারে। এটা হবে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং দু শ্রেণীর অফিসারদের আনুপাতিক হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে পদোন্নতি প্রাপ্তির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। এরচেয়ে ভাল পদ্ধতি থাকতেই পারে। তবে এ প্রস্তাবটার কথা মনে রেখে উন্নতর একটা পদ্ধতি বের করা যায় কিনা তা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আসতে পারে। অনেকটা এ ধরনের একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল পাক-ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস (বিইএস)-এর সদস্যদের সাথে আসাম এডুকেশন সার্ভিস (এইএস) থেকে 'অপশন' দিয়ে পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) আসা অফিসারদের মধ্যকার সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল তাও বিবেচনায় আসতে পারে। সমস্যাটার নিরসন কাম্য।

মুহাম্মদ আবদুল হক খান
'নিরালা', আকুয়া, ময়মনসিংহ।